



Vol. 42 | No. 2 | 1999



সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

ব্রেখটের কবিতায় ব্যক্তিগত শক্তি এবং সম্পর্কের টানাপোড়েন

Volume	42
Issue	2
Year	1999
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মন্নয় জাফর
Published online	February 1, 1999
DOI	10.62328/sp.v42i2.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v42i2.4
Pages	58-67
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

ব্রেখটের কবিতায় ব্যক্তিগত



সম্পর্কের টানাপোড়েন

মন্ময় জাফর*

ব্রেখটের নাটকের সঙ্গে আমরা কম বেশি সবাই পরিচিত। ঢাকার মঞ্চে সদর্পে বেড়িয়েছে ব্রেখটের পাত্রপাত্রীগণ। কিন্তু সে পরিমাণে তাঁর কবিতা সমাদৃত হয়নি তেমন ; যদিও কবিতার সম্ভাবনা ব্রেখটের ক্ষেত্রে প্রচুর। বর্তমান সমালোচকরা অবশ্য ব্রেখটের কবিতাকে পাদপ্রদীপের আলোয় টেনে এনেছেন।^১ বলেছেন কবিতায় ঠিক তেমনই মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন ব্রেখট, যেমনটি দেখিয়েছেন নাটকে।^২ বর্তমান লেখায় ব্রেখটের কাব্য-মুন্সিয়ানার সপক্ষে যুক্তি আছে এবং যুক্তি আছে ব্রেখটের কবিতা কেন পড়া উচিত। মুখোশের আড়ালের মানুষটি—তার নানা দ্বন্দ্বময় সত্তা এবং এর বহুবিধ রূপ—সব কিছু ধরা পড়েছে তাঁর কবিতায়। সেখানে ব্যক্তিগত মন্ময় মানুষটিকে পাই আমরা। ব্রেখটের কবিতার ক্ষেত্রে এইটি সবচেয়ে বড়ো পাওয়া।

ঠিক তা-ই ঘটেছে ব্রেখটের বেলায় যেমনটি ঘটেছিল টি. এস. এলিয়েটের ক্ষেত্রে। এলিয়েটের বিশ্লেষণবাদী সাহিত্যতত্ত্ব কিছুটা হলেও যেন ম্লান হয়ে গিয়েছিল তাঁর সুউচ্চ কাব্য খ্যাতির কাছে। কবি না হলেও বিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমালোচক হতেন এলিয়ট।^৩ কিন্তু নিজ কাব্য-খ্যাতির কাছে তাঁর সমালোচনা সাহিত্য পরাজয় মেনেছে। ব্রেখটের নাটকের দুর্দান্তপনার কাছে ঠিক তেমনিভাবেই হার মেনেছে ‘ব্রেখট : একজন কবি’ এই সত্তাটি। বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে।

* প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

১. অলোকরঞ্জন দাসগুপ্ত, *ব্রেখটের কবিতা ও গান*, কলকাতা, ২য় সং, ১৯৮৮, পৃ. ৯

২. Thomson, Peter & Sacks, Glendyr, Ed., *The Cambridge Companion to Brecht*, Cambridge University Press, 1994, p. 201

৩. Hayward, John, Ed., *T.S. Eliot : Selected Prose*, Penguin Books, Reprinted, 1955, p. 2

ব্রেখট নিজে অবশ্যি তাঁর কাব্য-অর্জন সম্পর্কে মধ্যম মতবাদ পোষণ করতেন।^৪ ‘কবিতা আমার কাছে ধনুকের দ্বিতীয় গুণের মতো’—এমনটি তাঁকে বলতে শোনা গেছে বেশ ক’বার।^৫ অবশ্য কবি-সাহিত্যিকদের এমন নিজেকে খাটো-করা নিরুদ্বেগ মন্তব্য প্রদান নতুন নয়। ইংরেজি উপন্যাসে বিবিধ অবদান রেখেছিলেন ই এম. ফরস্টার তাঁর বিস্ময়কর এবং উচ্চ মার্গীয় উপন্যাসগুলোর মাধ্যমে। এহেন ফরস্টারকেও তাঁর আশিতম জন্মদিনে বলতে শোনা গেছে, তিনি নাকি নিছক অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে মাথায় নিয়ে লিখেছেন।^৬ আরও একটি উদ্দেশ্য অবশ্যি ছিল তাঁর : যাদেরকে শ্রদ্ধা করতেন ফরস্টার, লেখার মাধ্যমে তাঁদের শ্রদ্ধা আদায়। মোন্দা কথা, ‘আমি নিশ্চিত, একজন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক আমি নই।’^৭ সুধীজন এবং সজ্জন সমালোচকরা অবশ্য পোষণ করেছেন ভিন্ন মত। সেজন্য দেখা গেছে, ফরস্টারের মৃত্যুর পর বিলাতের ‘দ্যা টাইমস’ পত্রিকার শোক-সংখ্যায় তাঁকে অভিহিত করা হয়েছে ‘অন্যতম শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধেয় ইংরেজ ঔপন্যাসিক’ বলে।^৮ ব্রেখটের কবিতার ক্ষেত্রেও একই মূল্যায়ন যথার্থ।

অবশ্য ফরস্টারের মতো অল্প লিখে (ফরস্টারের উপন্যাস সংখ্যা ছয়)^৯ ক্ষান্তি দেননি ব্রেখট। তিনি লিখেছেন প্রচুর, কিন্তু সেগুলোর স্বল্পই হয়েছে প্রকাশিত, তাঁর জীবদ্দশায়। একটি হিসেব বলছে, যদিও মৃত্যুর পরে প্রায় হাজার খানেক কবিতা নিয়ে প্রকাশিত হয় ব্রেখটের ‘সংকলিত কবিতাগুচ্ছ’ (১৯৬৭), তাঁর জীবিতকালে মাত্র একশ’ সত্তরটি কবিতা আলোর মুখ দেখেছিল।^{১০} এবং ‘সংকলিত কবিতাগুচ্ছ’ই শেষ সংবাদ নয়। এর পরেও প্রকাশিত হয়ে চলেছে আরো কবিতা। বিশেষত ৬৭’র অব্যবহিত পরে প্রকাশিত *Poems about love* বা ‘ভালবাসার কবিতা’ গ্রন্থটি এ ক্ষেত্রে স্মরণীয়।

ব্রেখটের কবিতা, প্রাচুর্য ও পরিমাণে, তাই আমাদের ভাবায়। কবিতা তাঁর ধনুকের দ্বিতীয় গুণ ছিলো কি না সে দ্বন্দ্ব না জড়িয়ে মোটামুটি বলা যায়, জার্মানির

৪. অলোকরঞ্জন দাসগুপ্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১

৫. Thomson, Peter & Sacks, Glendyr, Ed., *Ibid*, p. 201

৬. Forster, E.M., *A Passage to India*, Penguin Books, Reprinted, 1989, p. 1

৭. *Ibid*

৮. *Ibid*

৯. Ousby, Ian, *The Wordsworth Companion to Literature in English*, Wordsworth, 1994, p. 339

১০. দাশগুপ্ত, অলোকরঞ্জন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭

অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে ব্রেখট এক জন। সে বিষয়ে আজকের সমালোচকেরা পূর্ণ মাত্রায় দ্বিধামুক্ত।

তবে ব্রেখটের সঙ্গে মূলধারার জার্মান কবিতার পার্থক্য অনেক ক্ষেত্রেই। গ্যেটে এবং রোম্যান্টিকেরা যে প্রভাব রেখে গেছেন জার্মান কবিতায়, সে ধারাকে অনুসরণ করে এগিয়েছেন রিলকে কিংবা হফম্যানস্খ্যালের মত কবিরা। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন ট্যাকল এবং বেন।^{১১} জার্মান কবিতার বিশ শতকীয় ধারা ফারা যুক্ত করেন এই চার কবির সঙ্গে, ব্রেখটের স্থান নিয়ে তাঁদের অস্বস্তি থাকতে পারে।^{১২} মূল ধারার বাইরে পড়েন ব্রেখট, কেন না তিনি সৃষ্টি করেছেন নিজস্ব একটি কণ্ঠস্বর, অনন্য শিল্পকুশলতা সমন্বয়ে যার সৃষ্টি। প্রতিদিনকার শব্দসমূহ, বর্ণনার বিশুদ্ধতা, শক্তিশালী ধারণাপ্রদানকারী ছন্দময়তা ব্রেখটের কবিতাকে একটি অনন্য মাত্রা দান করেছে।

ব্রেখটের সঙ্গে হাইনরিখ হাইনের সাজু্য্য তাই অনেকে খোঁজেন। ব্রেখট কিন্তু নিজে এই রকম ছকবিন্যাসের বিপক্ষে ছিলেন। ব্যক্তিগত টানাপোড়েন এবং পরিপার্শ্ব সম্পর্কে স্থায়ী উপলব্ধির জগৎটিকেই ব্রেখট ফুটিয়ে তুলেছেন কবিতায়। রাজনৈতিক কারণসমূহ ব্রেখটকে বাধ্য করেছে ঝঞ্ঝা-ক্রুদ্ধ জীবনযাপনে, এক দেশ হতে অন্য দেশে ক্রমাগত বসতি পরিবর্তনে। ব্রেখট এ প্রসঙ্গে নিজেই বলেছেন, ‘যারা পরে জন্মেছে, তাদের উদ্দেশ্যে’ কবিতায় : সত বার না পায়ের জুতো বদলেছেন কবি, তার চেয়েও বেশি বদলেছেন আবাসভূমি, দেশ এমনকি কখনো নাগরিকত্ব।^{১৩} ভিন্ন দেশে সহজেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন নি তাদের সংস্কৃতিতে, কখনো হয়েছেন পরিত্যক্ত। ব্রেখটের মধ্যকার সংবেদনশীল শিল্পীসত্তাটি তাই বারবার পীড়িত হয়েছে। ব্রেখটের কবিতা বৈশিষ্ট্যময়, কেননা পীড়িত সত্তার নানা রূপ মাত্রা পেয়েছে সেখানে।

ব্রেখটের ব্যক্তিগত সত্তার সন্ধান তাই মেলে তাঁর কবিতায়। যদিও নাটকের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন প্রধানত এক রাজনৈতিক নাট্যকার, কবিতা ছিল বরাবর তাঁর আত্ম-প্রকাশের বাহন। তবে প্রথাবদ্ধ লিরিক কবিতায় যেমন কেবল নিছক আত্মমগ্নতা পরিলক্ষিত হয়, ব্রেখটের ক্ষেত্রে তেমনটি দেখা যায় না। নাট্যকার তিনি। কিন্তু কবিতায়ও সত্তাকে প্রক্ষেপণের একটি প্রয়াস লক্ষ্যযোগ্য তাঁর মধ্যে। আর প্রয়াস

১১. Bradbury, Malcolm and Mcfurlane, James, Ed. *Modernism : A Guide to European Literature : 1890-1930*, Penguin Books, 1991, p. 383

১২. Thomson, Peter & Sacks, Glendyr, Ed., *Ibid*, p. 201

১৩. Willet, J & Manheim, R, Trans. & Ed., *Poems 1913-1956*, Bertold Brecht, methuen, London & Newyork, 1987, p. 318, স্ব-কৃত অনুবাদ।

আছে তাঁর মধ্যে ভাষার বাহুল্য বজন করে পাঠকের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনের। আর তাই, ‘এই লিরিকগুলো আমি রান্নাঘরেও পড়তে পারি’—ম্যাক্স ফ্রীশ মন্তব্য করেছেন।^{১৪}

ব্রেখটের প্রথম দিককার কবিতাগুলোয় (জার্মানির অগসবার্গে থাকাকালীন লিখিত এবং ‘গেরস্তালির সাতকাহন’ (১৯২৭) কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত) বিদ্রোহ আছে, আছে প্রেম ক্লেদজ, কোমল ও শরীরী। তবে সবকিছুকে ছাপিয়ে ব্রেখটের যে কণ্ঠস্বর প্রবল হয়ে ওঠে, তা বুর্জোয়া সমাজের অসঙ্গতি, মূল্যবোধ ও পাপের প্রতি নির্দেশিত। সমকালীন জার্মানকে তিনি দেখেছেন নির্লিপ্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে। এতে কোন মোহমুগ্ধতা নেই; আছে ঘৃণাবোধ ও বিদ্রোহ।

‘মারি’ শিরোনামার দুটো কবিতার উদাহরণ নিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। দুটো কবিতার নারী চরিত্রকেই একই নামে ডেকেছেন ব্রেখট। কিন্তু ‘স্মর্তব্য : মারিকে’ কবিতায় যেখানে মারির বসন অদম্য প্রেমের স্মৃতিকে চাঙ্গা করে—

প্রথম স্পর্শ ছিল সেটি, ভালবাসা আমার
এতই পীত ও কোমল, মনে হল, ‘সে’ স্বপ্ন,
যাকে কোন মূল্যে দেয়া যাবে না বিবর্ণ হতে।
সেদিনও এমনই নীল মাস সেপ্টেম্বর
দীঘল বৃক্ষের শীর্ণ ছায়ার নিচে, নিশ্চুপ।
এবং সেই চুম্বনটি....।^{১৫}

‘শিশু হস্তারক মারি ফারার’ কবিতাটি সেখানে আমাদের জন্য কথা বলে। বাস্তব এখানে নগ্ন এবং সত্য। ভাবালুতার অবকাশ শূন্য। বুর্জোয়া সমাজ জন্ম দিয়েছে এক পীড়নযন্ত্রের। তার শীংকার নিষ্পেষিত মানুষের জীবনকে তিক্ত করে পুনরায়। ফলে ভোগে নারী ও তার গর্ভজাত অবৈধ শিশু। আঠারো শতকের শেষার্ধ্বে ইংরেজ কবি উইলিয়াম ব্লেইক সাহসী মন্তব্য উচ্চারণ করে বলেছিলেন, ‘পতিতালয়গুলোর গাঁথুনি গড়ে উঠেছে ধর্মের ইট দিয়ে।’^{১৬} ব্রেখটের উপলব্ধির মাত্রাটিও একই গণ্ডিতে বাধা :

মারি ফারার : সন্তান জন্মের মাস, এপ্রিল

১৪. *Ibid*, p. 35-36

১৫. অলোকরঞ্জন দাসগুপ্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০-১১

১৬. Blake, William, ‘The Marriage of Heaven and Hell’, in Abrams, M.H., Ed. *The Norton Anthology of English Literature*, W.W. Norton & Co., 1993, p. 57, স্ব-কৃত অনুবাদ।

মা নেই, বাবাবিহীন, হাড়জিরজিরে ; জন্মদাগ ?

তাও নেই ; অতীতে

ভালো স্বভাবেরই ছিলো মেয়েটি, স্বীকার করলো নিজ হাতে,

খুন করেছে পেটের বাচ্চাটিকে।

এক দাই-মার কাছে গিয়েছিল মারি,

গর্ভধারণের দ্বিতীয় মাসে।

ওখানে দুটো ইনজেকশান,

ব্যথা হলো খুব, কিন্তু খালাস হলো না।

কিন্তু দু'হাত জোড় করছি আমি, তোমাদের কাছে।

তোমাদের সংযুক্ত ক্রোধকে প্রসারিত করো না,

এমন অসহায়া মেয়েটির প্রতি।^{১৭}

এর পরের ঘটনা সহজ, অনুমেয়—‘তারপর মারি ফারার। সরল মেয়েটি, সেই এপ্রিলেই, বসন্ত দিনে। অবিবাহিত মাতা, আইনের চোখে অপরাধী। তোমরা যারা পুত্র জন্ম দাও ধবধবে লিনেন শয্যায়, গর্ভধারণ পবিত্র বলে জানো ; এই মেয়েটিকে পাপিষ্ঠা বলবার রাখো না কোন অধিকার। মারির পাপের ওজন নেহায়েত কম ছিলো না, কিন্তু তার যন্ত্রণা ছিলো তার চেয়েও ব্যাপক, বিশাল।^{১৮}

এখানে গল্পকথনের একটি নিজস্ব ভঙ্গি লক্ষ্যযোগ্য। স্বচ্ছ, যথাযথ এবং শক্তিশালী। শব্দ-ভারাক্রান্ত বর্ণনার আশ্রয় ব্রেকট কম নিয়েছেন, অথচ ভাবে ও প্রকাশে হয়েছেন তাৎপর্যবাহী। ‘Less is more’—হেমিংওয়ের মতো ব্রেকটের ক্ষেত্রেও এ কথা খাটে। স্বল্প আয়োজনের ব্রেকটের কবিতায় তাই অধিক মাত্রার সন্ধান মেলে। বিশেষত মারির গল্প এখানে তিনি যেভাবে বলেছেন তাতে থিয়েটারে ব্রেকটের অন্যতম অবদান দূরবর্তীকরণ প্রভাব বা Distancing Effect-র ধারণা সুস্পষ্ট।^{১৯}

‘গেরস্তালির সাতকাহন’ গ্রন্থের অন্যান্য কবিতায় নানা চিত্র ঐকেছেন কবি। প্রথাগত প্রতিবাদের চিত্র যেমন এখানে বিধৃত, প্রেম ও লিরিসিজমের মিলিত সমন্বয়ও এখানে প্রবহমান। সব মিলিয়ে এক যৌবনযুক্ত ব্রেকটের সন্ধান পাই আমরা।

১৭. Willet, J. & Manheim, R., *Poems 1913-1956*, p. 90-92, স্ব-কৃত অনুবাদ।

১৮. *Ibid*, p. 90-92

১৯. Williams, Linda R., Ed., *The Twentieth Century : From 1900 to the Present Day*, Bloomsbury, U.K., 1992, p. 94

পঞ্চবর্তীতে, বিশেষত ভবঘুরে জীবনে, পথে প্রবাসে সেই ব্রেখট অনেকাংশেই হারিয়ে গেছেন। সে হিসেবে অগস্‌বার্গের জীবন ব্রেখটের জীবনে দ্বিধামুক্ততার একটি স্বাক্ষর রচনার কাল হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। প্রচুর কবিতা এ সময় লেখা হয়েছে ব্রেখটের, পাশাপাশি চলেছে নাটকের কাজ। ব্রেখটের সে সময়কার বন্ধু হানস্‌ অটো মুনস্টেরার *The Young Brecht* বইতে এ কার্যক্রমের সপক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন।^{২০} ব্রেখটের তরুণ কবি বয়সের যে চিত্র হানস্‌ ঐকেছেন, তা অমিত সম্ভাবনাময়।

এ পর্বের শেষ দিকের কবিতায়, বিশেষ করে ‘বেচারী ব. ব. কে নিয়ে’, ব্রেখটের পরবর্তী জীবন-অধ্যায়ের সূচনা ঘোষণা করে। অগস্‌বার্গের মফস্বল জীবন ছাড়িয়ে কবি শীঘ্রই পৌছাবেন বার্লিনে ; ধারণ করবেন সে নগরীর জটা-জটিলতা। তার আভাস এ বিখ্যাত কবিতায় সুস্পষ্ট :

আমি বের্টোল্ট ব্রেখট, বেরিয়ে এসেছি কালো অরণ্য অঞ্চল থেকে,
মা নিয়ে এলেন আমাকে শহরে যে দিনটিতে,
শুয়ে ছিলাম আমি
তাঁর জরায়ু অভ্যস্তরে। সে কৃষ্ণ অরণ্যের হিম
রয়ে যাবে আমার মাঝে,
মৃত্যু দিন পর্যন্ত।^{২১}

বার্লিনে এলেন কবি। বিস্তারিত শহর, বিপুল তার অবয়ব। কিন্তু এর ব্যাপকত্ব ব্রেখটকে অন্ধ করতে পারে নি। দ্রুতই তিনি এর আন্তঃজটিলতা এবং কঠিন অবয়ব-স্বরূপের সন্ধান পেলেন। এই অভিজ্ঞতা বিধৃত হয়েছে তাঁর *শহরবাসী পাঠককুলের জন্যে* (১৯৩০) কাব্যগ্রন্থে। ১৯২৪ থেকে ১৯৩৩ সাল অব্দি সুদীর্ঘ এগারোটি বছর বার্লিনে কাটিয়েছিলেন ব্রেখট। বার্লিনবাসের প্রথম দিনগুলোতে ব্রেখট ছিলেন উচ্চাভিলাষী যুবক-কবি এবং নাট্যকার। ফলত, শহরের লোকজন অবন্ধুত্বাপন্ন এবং জীবনযাত্রাশীতল। এর মধ্যে মানিয়ে নেওয়া সহজ ব্যাপার ছিলো না। ব্রেখট বলেছেন, বার্লিন এমনই নগর যেখানে পদচিহ্ন সযতনে মুছে রাখতে হয়, পাছে বন্ধকুল বিরক্ত করে। শক্তিশালী ও বিষণ্ণ এ কবিতায় হৃদয়হীন নগরসভ্যতার চিত্র দক্ষ হাতে ঐকেছেন কবি যেখানে নিজ পিতা ও জননীকে না চেনার ভান করাটাই প্রচলিত—প্রয়োজনীয় রীতিসাপেক্ষ :

কখনোই নয়, কখনোই নয়, তোমার মুখ তাদের দেখাবে না,

২০. Munsterer, Hans Otto, *The Young Brecht*, Libris, U.K., 1992

২১. Willet, J. & Manheim, R., *Poems*, p. 107-108, স্ব-কৃত অনুবাদ।

বরং

ঢেকে রাখো সব পদচিহ্ন।^{২২}

অনেকে বলেন, বার্লিন নগরীর তিক্ত অভিজ্ঞতাই ব্লেখটকে আকৃষ্ট করে মার্ক্সিজমের প্রতি।^{২৩} আধুনিক নগর সভ্যতার জঞ্জালে মার্ক্সীয় চিন্তা-প্রকৃতি কিছুটা অস্বাভাবিক প্রশ্নের উত্তর এনে দিয়েছিলো। কবির এ সময়কার কবিতাগুলো তাই সমাজতত্ত্বকেই প্রচার করে এবং তুলে ধরে ধনতন্ত্রের অসারতা। যেমন, এ সময়কালে লিখিত ‘এক রাতের শয্যা’ শীর্ষক কবিতাটি :

নুইয়র্কেও নাকি

প্রতি সন্ধ্যায়

২৬তম সড়ক এবং ব্রডওয়ের সংযোগস্থলে

একটি মানুষ

শীতের মাসগুলোতেও

হাত পাতেন পথচারীদের কাছে

এবং এ ভাবেই তিনি গৃহহীনদের জন্যে

আদায় করেন

রাতের একটি শয্যা।^{২৪}

এখানে উল্লেখ্য, ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার নানা পর্যায় উদ্ঘাটন করেছেন ব্লেখট এ পর্বে লেখা নানা নাটকে, যার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো *তিন পয়সার পালা* নাটকটি। পুরো সময়টি ব্লেখট দেখেছেন শোষণের কাল হিসেবে। নুইয়র্ক সম্পর্কিত কবিতায়ও তিনি একটি কথাই স্পষ্ট করেছেন। এককভাবে আমরা খুব কমই করতে পারি, যদি না রাষ্ট্র তাতে ভূমিকা রাখে। আর তা ছাড়া এ তো সব সময়ই সত্য—আমরা কখনোই দক্ষিণ্য দেখাবার সুযোগ পাবো না/যদি কাউকে গরিব না বানাই।^{২৫} ব্লেখট সমাজের এই গরিব বানানোর প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে সোচ্চার থেকেছেন এবং অকুণ্ঠ। আমরা লক্ষ্য করবো খুব শিগগিরই ব্লেখটের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় মার্ক্সিজম এবং

২২. *Ibid*, p. 131

২৩. Thomson, Peter, Ed., *Ibid*, p. 208

২৪. *Ibid*, p. 181

২৫. 'Pity would be no more

If we did not make somebody poor',

Blake, William, 'The Human Abstract', in Abrams, M.H., Ed. *The Norton Anthology of English Literature*, p. 39 স্ব-কৃত অনুবাদ।

এবং ফ্যাসিবাদ এই দুই শক্তির দ্বন্দ্বের প্রাত।

১৯৩৩ সালে হিটলারের ক্ষমতায় আরোহণের পর বার্লিন ছাড়তে বাধ্য হলেন ব্রেখট। এবার সুদীর্ঘ পনেরো বছরের জন্য। দীর্ঘ এ পথ পরিক্রমায় ডেনমার্ক, সুইডেন ও ফিনল্যান্ড হয়ে '৪১-এ পৌঁছালেন আমেরিকায়। তারপর সেখানে ছ'বছর বাসের পর পুনরায় সুইজারল্যান্ড। অবশেষে ঘরে ফেরা তাঁর, তবে ১৯৪৮-এ। ব্রেখটের বয়স তখন পঞ্চাশের কোঠা ছুঁয়েছে।

প্রবাসে ব্রেখটের মধ্যে নাৎসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াবার এক ব্যাপক আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। এ সময়কালে লিখিত ফ্যাসিবাদবিরোধী গদ্য ও নাটকের পাশাপাশি তিনি কবিতায় সময়ের প্রয়োজনে ভাবালুতা বিসর্জনের আশ্বাস জানিয়েছেন। ১৯৩৪ সালে লিখিত 'শুধু ক্রমবর্ধমান অশান্তির কারণে' কবিতায় ব্রেখট বলেছেন, কবিতাকে হতে হবে ব্যাপক বাস্তবধর্মী। বাড়ির ছাদে পতিত তুষারের স্তর করা কিংবা নারীবক্ষ অথবা পক্ষ আপেল—এ সব কবিতার বিষয়বস্তু হবার যোগ্যতা হারিয়েছে বহু দিন আগে। নিখাদ ব্যক্তিগত এবং শৈল্পিক আনন্দের জন্য সাহিত্য যেন আর ব্যবহৃত না হয়। কেননা, 'কবিতার জন্য এখন দুঃসময়'।

এ ভাবে যদিও ব্রেখট রাজনৈতিক কবিতার পক্ষে সাফাই গেয়েছেন এবং লিখেছেন প্রচুর, তবু অসঙ্গতি হলো, ব্রেখটের নন্দনতত্ত্ব বিজড়িত শিল্পী-সত্তা এর পরেও ছিলো চরম সজাগ। প্রবাসের অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ে তিনি যেমন কবিতা লিখেছেন নাৎসিবাদের বিরুদ্ধে, তৃতীয় রাইখের উত্থানের সমালোচনায় (উদাহরণ স্বরূপ : 'যে মানুষটি আজ হাসে/সে এখনও/ভয়াবহ সংবাদটি পায়নি।'), ব্যক্তিগত কাব্যভুবনে ব্রেখট নারীবক্ষ এবং পক্ষ আপেল প্রস্ফুটনকে 'এই অন্ধকার সময়েও' বিষয়বস্তুর মর্যাদা দান করেছেন। ব্রেখটের রাজনৈতিক সত্তা এবং ব্যক্তিগত সত্তার দ্বন্দ্বমুখর রূপটি এখানে, কবিতায়, প্রকাশিত।

আমেরিকায় এলেন কবি ১৯৪১-এ। এখানেও আমরা দেখি কিভাবে প্রতিকূল ধনতান্ত্রিক শক্তি তাঁকে তাড়া করে ফিরেছে। প্রায় পঞ্চাশটি হলিউড চলচ্চিত্রে কাজ করেছেন তিনি। কিন্তু সাফল্যের মুখ দেখেন নি একটিতেও। কবি অডেনের সঙ্গে কাজ করেছেন জ্যাকবিয়ান যুগের নাট্যকার জন ওয়েবস্টারের 'দ্যা ডাচেস অফ মালফি' নাটকের পুনঃরূপায়ণের কাজে, নিজস্ব আঙ্গিকে। কিন্তু সে নাটকও চলেনি। উনচল্লিশ রজনী শেষে মুখ খুবড়ে পড়েছে প্রেক্ষাগৃহে। আমেরিকার মননের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারেন নি তিনি। ধননির্ভর সমাজও সমাজতন্ত্রী-পক্ষীয় ব্রেখটকে দেখেছে সন্মোহের চোখে, যার ফলাফল ছিলো আমেরিকা-বিরোধী কার্যকলাপের দোহাইয়ে দোষী সাব্যস্ত হয়ে কাঠগড়া পর্যন্ত পৌঁছান। ব্রেখটের জন্যে তা ছিলো

অপমানের, অস্বস্তির ও অনির্ভরতার চূড়ান্ত স্মারক। তার পরাদনই যুক্তরাষ্ট্র ছাড়লেন তিনি। ভয় ছিলো পাছে আমেরিকায় সারা জীবনের জন্যে গৃহবন্দী হয়ে পড়েন।

এতো কিছু ঋণাত্মকের মধ্যে কবিতাকেই বাঁচবার অবলম্বন হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন ব্রেখট। নগরবাস সুখকর হয়নি তাঁর জন্য। তারুণ্যে যে কৃষ্ণ অরণ্যের স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, শহরের কংক্রিট প্রসারণে তার দেখা পাওয়া ভার। যুক্তরাষ্ট্রের শহরগুলো তাই ব্রেখটের জন্য ছিলো প্রত্যাখ্যানের বস্তু। ক্যালিফোর্নিয়া পৌছেই প্রথম যে কবিতা লেখেন ব্রেখট, তার শিরোনাম 'নরকের কথা মনে পড়ে'। শতীর্থ শেলী'র কথা বলেছেন ব্রেখট যিনি Queen Mab গ্রন্থে লণ্ডনকে বলেছেন 'এমন এক শহর, যেন নরকের দোসর' (Hell is a city much like London)। লস্ এঞ্জেলসকেও তাই সম্ভত কারণে কবি ব্রেখট দেবাত্মার শহর বলতে কুঠাবোধ করেছেন। হলিউডি শোকগাঁথা বা Hollywood Elegies-এ এ শহরকে তিনি City of Angels বলেন নি, বলেছেন, তিস্ততা ও ঘৃণার দেবদূত। ফ্যাসিবাদ ব্যতীত আরেকটি শোষণ যন্ত্রের প্রতি ঘৃণা এভাবেই ব্রেখট প্রকাশের ভঙ্গিতে এনেছেন, কাব্যে।

পূর্ব বার্লিনে ফিরলেন কবি, জীবনের শেষ ভাগে। সময়টা ১৯৪৯, অনেক কিছু অপেক্ষমান ছিলো সেখানে, তাঁর জন্যে। স্বীকৃতি, লেনিন শান্তি পুরস্কার, রাষ্ট্রীয় সম্মাননা। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় অভিনীত হতে লাগলো তাঁর নাটক। কিন্তু এ সঙ্গে রাতারাতি ব্রেখট পরিণত হলেন রাষ্ট্রীয় প্রচারযন্ত্রে। সবচেয়ে প্রথাবিরোধী ছিলেন যিনি, যিনি বরাবর উপেক্ষা করেছেন, হয় জেনেছেন অন্যায়ের প্রতি নীরব সম্মতি প্রদান, তিনিই নিজেকে দিলেন ব্যবহৃত হতে। কিন্তু রাষ্ট্রযন্ত্রের ভাবলেশহীন প্রচারযন্ত্রের এ জীবন ব্রেখট কিভাবে নিয়েছিলেন? বাইরে সভা-সমিতি করেছেন ঠিকই, টেনে রেখেছিলেন অবিচলতার মুখোশ। কিন্তু তাঁর আড়ালের মানুষটি বিক্ষত হয়েছে বিবেকের প্রশ্নে। সখ করে রাজকবি কখনও হতে চাননি ব্রেখট। কিন্তু যখন হলেনই, তাঁর মনের গোপন ভাষা, ক্রোধ ও আত্মধিকার ধরা পড়েছে কবিতায়। যেমন :

'নোংরা সকাল' :

দেখলাম গত রাতের স্বপ্নে, কিছু আঙুল

নির্দেশ করছে আমাকে,

যেন এক কুঠরোগীর প্রতি।

কর্মের ক্লাস্ত ওগুলো এবং

ভগ্ন।

তোমরা জানো না! — চাঁচিয়ে উঠলাম আমি

বিবেকের কাছে পীড়িত।^{২৬}

স্তালিনের পীড়কযন্ত্রের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন ব্রেখট। প্রতারণা করেছেন গণমানুষের সঙ্গে। ব্রেখটের এ আত্ম-উপলব্ধির স্বরূপ জানতে হলে আমাদের বার বার ফিরে আসতে হবে তাঁর কবিতার কাছে। আর কোন মাধ্যমে ব্রেখট এভাবে নিজেকে ধরা দেননি, যেভাবে দিয়েছেন কবিতায়।

এ শতকের গোড়ায় টি. এস. এলিয়ট নগরসভ্যতাকে দেখেছেন বিরানভূমি হিসেবে। সভ্যতার সঙ্কট অনুভব করেছিলেন রবীন্দ্রনাথও প্রগাঢ়ভাবে। এলিয়ট মুক্তি খুঁজতে চেয়েছেন ভারতীয় পুরাণে, আর ব্রেখট মাক্সীয় তত্ত্বে। এ ক্ষেত্রে সফলতা কতদূর এসেছিলো, কঠিন সে বিচার। তবে ব্যক্তিগত নানা মাত্রিক অভিঘাতের বিশ্বস্ত চিত্র এবং শিল্পরূপ হলো তাঁর কবিতা, সভ্যতার সঙ্কটকে যা ধারণ করে আছে পূর্ণ অবয়বে। সে ক্ষেত্রে কবিতা আর ধনুকের দ্বিতীয় গুণ থাকেনি, হয়ে উঠেছে ব্রেখটীয় একান্ত সত্তার একটি অপরিহার্য খণ্ড, যাকে বিচ্ছিন্ন করলে পুরো ভিতটাই ধসে পড়বে।